প্রথম আলো

তারিখ 12 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

কথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাগমারা (রাজশাহী) প্রতিনিধি ●

রাজশাহীর বাগমারায় কথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) দাবিদার রফিকুল ইসলাম একসঙ্গে ১৪৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের জন্য স্থানীয় একটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। প্রতিটি পদের জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার চাওয়া হয়েছে। প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা আত্মসাতের জন্যই এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম মাহমুদ হাসান বলেন, ওই নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বাস্তবে এবং কাগজে-কলমেও নেই। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কেউ প্রতারিত হয়ে থাকেন তিনি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন।

> প্রতিটি পদের জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার চাওয়া হয়েছে

স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার হামিরকুৎসা ইউনিয়নের অর্জুনপাড়ায় ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি এবতেদায়ি মাদ্রাসাকে দাখিল পর্যায়ে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সময় নিয়োগপ্রার্থীদের কাছ থেকে অনুদানের নামে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সালের নভেম্বরে মাদ্রাসাটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছে বলে প্রচার চালান রফিকুল ইসলাম। ওই বছরের ১৪ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানের নামে প্যাড ছাপিয়ে নিজেকে ভিসি পরিচয় দিয়ে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটির অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করেন। তাতে তিনি রাষ্ট্রপতিকে চ্যান্সেলর ও নিজেকে ভিসি হিসেবে উল্লেখ করেন। ১৮ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসককে দেওয়া আরেকটি চিঠিতে ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদন করেন তিনি। এ সময়ের মধ্যে তিনি রাজশাহী জেলা প্রশাসকের দপ্তরে বেশ কিছু চিঠি চালাচালি করেন। ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য সোনালী ব্যাংক বাগমারার ভবানীগঞ্জ শাখায় চিঠি দেওয়া হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ ধরনের চিঠি ভবিষ্যতে আর না দেওয়ার জন্য তাঁকে সতর্ক করে দেয়।

এ নিয়ে গত ১৪ জানুয়ারি *প্রথম আলোয়* একটি সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর মধ্যে গত ১৪ মার্চ প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) মারধর করেন রফিকুল ইসলাম। এ অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন। দেড় মাস কারাবাসের পর জামিনে বের হয়ে পুনরায় বন্ধ প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে প্রচারের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন রফিকুল।

সর্বশেষ গত ৪ নভেম্বর অস্তিত্বহীন অর্জুনপাড়া মদিনাতুল উলুম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের জন্য রাজশাহীর *দৈনিক সানশাইন* পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন। প্রতিটি পদের জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার চাওয়া হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম দাবি করেন, মঞ্জুরি কমিশন, সচিবালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে তিনি অনুমতি নিয়েছেন। তবে এ সংক্রান্ত কোনো চিঠিপত্র দেখাতে পারেননি তিনি। রফিকুল ইসলাম বলেন, 'বোর্ড গঠন করে যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রতারণার কোনো সুযোগ নেই। বিধি মোতাবেক যাঁরা ভালো ফলাফল করবেন তাঁরাই নিয়োগ পাবেন।'